ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 188 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩৪৪ ● কলকাতা ● ০৭ পৌষ, ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 151

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

যখন ধ্যান থেকে বাইরে এলাম তো দেখলাম গুরুদেব আমার দিকেই দেখছিলেন। ধ্যানের পরে খুব শান্ত লাগছিল। আশপাশের বাতাবরণের এক রকমের ভয় মনে কোথাও ছিল। কোথাও আশঙ্কা ছিল- এই স্থান থেকে বাইরে বেরোতে পারব কি না? মানে বাইরে বেরোবার ইচ্ছা ভিতরে কোথাও ছিল। কিন্তু এবার বিচার করছিলাম কোথায় যাওয়ার ছিল? বাইরে কেন যেতে হবে?

ক্রমশঃ

মমতার নিশানায় রাজ্যের সিইও, চাইলেন কেন্দ্রীয় কর্মীদের ডিটেলসও

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এসআইআর ইস্যুতে একটি বৈধ ভোটারের নামও যেন বাদ না যায়, এই লক্ষ্যেই সোমবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তৃণমূলের বিএলএ ও বিএলএ-২দের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সেই বৈঠক থেকেই দেশের নির্বাচন কমিশনের পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও)-এর ভূমিকা নিয়েও তীব্র প্রশ্ন তুললেন তিনি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁকে 'অপদার্থ হোম মিনিস্টার' বলে কটাক্ষ করে বলেন, 'এমন অপদার্থ হোম মিনিস্টার আমি জীবনে দেখিনি। স্বৈরাচারী, দুরাচারী।' জন্ম সার্টিফিকেট প্রসঙ্গ টেনে মোদী-শাহকে খোঁচা দিয়ে মমতার মন্তব্য, 'আমার তো বার্থ

এরপর ৩ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

মুর্শিদাবাদে তৃণমূল শূন্য হবে, বিজেপির আসন বাড়বে, ইঙ্গিতবহ বার্তা হুমায়ুনের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

একদিনের মিম-এর উত্থান, অন্যদিকে হুমায়ুনের নতুন দল ঘোষণা। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তাই মুর্শিদাবাদ জেলার ২২টি বিধানসভা আসনের দিকে এবার বিশেষ নজর রয়েছে। ভোট ভাগ হয়ে কার পাল্লা ভারী হবে, সেই হিসেব কষছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। এরই মধ্যে নতুন দল ঘোষণা করার পরই অঙ্ক বুঝিয়ে দিলেন হুমায়ুন কবীর।কেউ বা কারা পিছন থেকে মদত দিয়ে ভোট ভাগ করার চেষ্টা করছে। মানুষের বোঝা উচিত এদের ভোট দিলে বিজেপিরই লাভ হবে। তৃণমূল মানুষের সঙ্গে থেকে রাজনীতি করে। হুমায়ুন কী করবে, তার কোনও প্রভাব পড়বে না।"সোমবার মুর্শিদাবাদে 'জনতা উন্নয়ন পার্টি' নামে নতুন দল ঘোষণা করেন। বেশ কয়েকটি আসনে প্রার্থীও ঘোষণা করেছেন। মঞ্চ থেকে হুমায়ুন তৃণমূল তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, এবার ভোটে মুর্শিদাবাদে তৃণমূলকে খাতা খুলতে দেবেন না। জেলার সবকটি আসনে যে তিনি প্রার্থী দেবেন, সে কথাও বুঝিয়ে দিয়েছেন হুমায়ুন। মঞ্চের সামনে ভিড় করেছিলেন হুমায়ুনের প্রচুর অনুগামী।

সেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভরতপুরের বিধায়ক চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, "মুর্শিদাবাদে ২২টি সিটে খাতা খুলে দেখাবেন। আমি বেঁচে থাকলে তৃণমূলকে জিরো করব। তবে বিজেপি ২-১টা সিট বাড়িয়ে নিতে পারে। বিজেপির যা কৌশল, যা অর্থবল তাতে ওদের সিট বাড়তে পারে।

কিন্তু তৃণমূল জিরো হবে।" উল্লেখ্য, হুমায়ুন নতুন দল ঘোষণা করার কথা বলার পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনা তৈরি হয়। কোনও দল তাঁকে পিছন থেকে সমর্থন করছে কি না, সেই প্রশ্নও ওঠে। এদিন হুমায়ুন নয়া দল ঘোষণা করায় তৃণমূলের মুখপাত্র তন্ময় ঘোষ বলেন, "দল গড়তেই পারেন। নির্বাচনে কী প্রভাব পড়বে, সেটা ফলাফলেই বোঝা যাবে।

ভূতনী ব্রিজ থেকে ঝাঁপ, ফুলহারে কলেজ ছাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু

পার্থ ঝা,মানিকচক

মালদা জেলার মানিকচক থানা এলাকার ভূতনী ব্রিজ সংলগ্ন ফুলহার নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল।সোমবার দুপুর নাগাদ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। মৃত কলেজ ছাত্রীর নাম মাধুরী কর্মকার (২০)। তাঁর বাড়ি ভূতনীর উত্তর চণ্ডীপুরের পুলিনটোলা এলাকায়। তিনি মানিকচক কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী ছিলেন।

স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা যায়, সোমবার সকালে মাধুরী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হন। কিন্তু মথুরাপুরের দিকে যাওয়ার পথে হঠাৎ করেই ভূতনী ব্রিজ থেকে ফুলহার নদীতে ঝাঁপ দেন তিনি। ঘটনাটি নজরে পড়তেই স্থানীয়রা দ্রুত নদীতে নেমে তাঁকে উদ্ধার করে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। আত্মহত্যার সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। পরিবার ও প্রতিবেশীদের দাবি, মাধুরীর কোনও পারিবারিক অশান্তি বা বড় ধরনের সমস্যার কথা তাঁদের জানা ছিল না।

মৃতার জামাইবাবু বিকাশ কর্মকার জানান, "সকালে আমি ওদের সঙ্গে কথা বলে বেরিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পরেই শুনি সে নাকি জলে

এরপর ৩ পাতায়

কুলতলির কচিয়ামারি গ্রামে লোক স্বাস্থ্য উৎসব

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুলতলি ব্লকের কচিয়ামারী গ্রামে 'লোক স্বাস্থ্য উৎসব' অনুষ্ঠিত হলো ২১ ডিসেম্বর। জেলার প্রত্যন্ত এই গ্রামে উৎসবের উদ্বোধন করেন লিভার ফাউন্ডেশনের সম্পাদক ড: পার্থসারথি মুখার্জী। তিনি বলেন যে, সকলকে স্বাস্থ্য সচেতন করা এই মেলার উদ্দেশ্য। গ্রাম বাংলায় যে সব সব্জি ইত্যাদি সহজে পাওয়া যায় সেগুলোর পুষ্টিগুণ এবং সঠিক ভাবে ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন থাকলে অনেক রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। গ্রামীণ চিকিৎসক, স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সদস্যা, আশা কর্মী,

অঙ্গন ওয়ারী কর্মী ও গ্রামবাসীদের উপস্থিতিতে প্রাক্তন স্বাস্থ্য অধিকর্তা ড: পল্লব ভট্টাচার্য বলেন যে, ডাক্তার ও রোগীর সম্পর্ক শুধু ওষুধ দেওয়া নয়, স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনারও একটা বড় ভূমিকা আছে।

এই মেলায় পুষ্টি, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, খাদ্যগুণ নিয়ে প্রদর্শনী ও আলোচনার ব্যবস্থা ছিল। খুব সহজে খাদ্যগুণ সম্পন্ন খাবার তৈরী করে দেখিয়েছেন স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সদস্যারা। মেলায় 'সুস্থ থাকার উপায়' , 'হিট স্ট্রোক ' প্রভৃতি বিষয়ে লিফলেট প্রচার করা হয়।আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন লিভার ফাউন্ডেশনের ড: পল্লব ভট্টাচার্য, ড: দীপঙ্কর মন্ডল প্রমুখ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শাহাদাত শেখ, মেরিগঞ্জ ১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিউটি সাহা, রেখা নস্কর প্রমুখ। সংখ্যালঘু মা-বোনদের উপস্থিতি ও উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মত।

(১ম পাতার পর)

মমতার নিশানায় রাজ্যের সিইও, চাইলেন কেন্দ্রীয় কর্মীদের ডিটেলসও

সার্টিফিকেট নেই—হোম ডেলিভারি। ওরা বার্থ সার্টিফিকেট দিতে পারে, ওসব তো লুকিয়ে করিয়ে এনে ডুপ্লিকেট দিচ্ছে। আমরা ফেক বানাব না। বড়দিন আসছে, কেক বানাব—সেই কেক খেয়ে তোমাদের হজম করব।'

শাহই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন বলেও অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী। মনরেগা থেকে গান্ধীর নাম বাদ দেওয়ার প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'রামের নামে আমার কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু দেশটাকে কি 'রাম নাম সত্য হ্যায়' করে দিচ্ছে?'

এসআইআর-এর দ্বিতীয় পর্বের কাজ খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের নিযুক্ত করেছে কমিশন। সেই নিয়োগ ঘিরেই আপত্তি মুখ্যমন্ত্রীর। মমতা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কেন্দ্রীয় কর্মীরা কারা, কোন দফতরের, কোথায় থাকেন—সব কিছুর বিস্তারিত তথ্য তাঁর চাই। তাঁর কথায়,

'আমি শুনেছি কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। কাকে অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে, তারা কোন ডিপার্টমেন্টে কাজ করে, কোথায় থাকে—সব ডিটেলস আমার চাই। আমি ওদের সহযোগিতা করব, কিন্তু ডিটেলস চাই। স্টেটকে না জানিয়ে রাজ্যের লোকেদেরও নিয়েছে। মাইক্রো অবজার্ভার কারা? না কি বিজেপির দালাল!'

হিয়ারিং ভেন্যু এখনও স্পষ্ট নয় বলেও অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী। নতুন নির্দেশে বলা হয়েছে, মাইক্রো অবজার্ভার হবেন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা—এই সিদ্ধান্ত নিয়েই প্রশ্ন তোলেন তিনি। 'কেন? আমার রাজ্যে ভোট করবে অন্য রাজ্যের লোকেরা? বিজেপির লোকেরা? গুজরাটের লোকেরা? ওরা হিয়ারিং করবে? বাংলার ভাষা জানে? ভাষা বোঝে? সব কিছুর একটা লিমিট থাকা দরকার,'—ক্ষোভ উগরে দেন মমতা।

রাজ্যকে না জানিয়ে অবজারভার নিয়োগ এবং বিজেপির কথায় মাইক্রো অবজার্ভার বসানোর অভিযোগও করেন তিনি। কটাক্ষের সুরে বলেন,

'ওরা নাকি হিয়ারিং করবে। হিয়ারিং নয়, ওদের একটা করে ইয়ারিং দিয়ে দিন!'

এরপর সরাসরি রাজ্যের সিইও-কে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী। অভিযোগের সুরে বলেন, 'এখানে কমিশনে যিনি আছেন, তাঁর বিরুদ্ধেও তো কম কেস আমার কাছেও নেই। কেউ একজন এজেন্সির রেইডের সময় উপর থেকে টাকা ছুঁড়ে ফেলেছিলেন—আমি বলছি না, সংবাদপত্রে দেখেছি। তিনি নাকি ভয়ে অফিস চেঞ্জ করছেন। শিপিং কর্পোরেশনে গিয়ে বসবেন! সেখানে গিয়ে ইধার কা মাল উধার করবেন। এপ্রিল অবধি চাকরি আছে—দালালি করে যদি কিছু পাওয়া যায়!'

কমিশনকে নাম না করে কখনও 'মালপোয়া', কখনও 'ভ্যানিশবাবু' বলেও কটাক্ষ করেন মমতা। এসআইআর-এর ট্রেনিং নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, 'কলকাতায় আগে ১০০টা ওয়ার্ড ছিল, এখন ১৪৪টা। ভ্যানিশ কুমার বাবুরা কি একবারও ভেবেছেন? ট্রেনিং দিয়েছিলেন? পুরোটা আনপ্ল্যানড। বিজেপির কথায় বিজেপির কমিশন। চাইলে আমার গলাটাও কেটে দিতে পারেন, কিন্তু আমি মানুষের কথা বলবই। তোমাদের ম্যাপিংটাই ভুল—অ্যাবসোলিউটলি রং, টোটাল ব্লান্ডার।

(২ পাতার পর)

ভূতনী ব্রিজ থেকে ঝাঁপ, ফুলহারে কলেজ ছাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু

ঝাঁপ দিয়েছে। মাধুরী মানিকচক কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়াশোনা করত।"

মৃতার দাদা জানান, "সকালে বলেছিল কম্পিউটার শিখতে যাচ্ছে। তারপর আর বাড়ি ফেরেনি। হঠাৎ খবর পাই সে ভূতনী ব্রিজ থেকে ঝাঁপ দিয়েছে। আমরা চার ভাইবোন—দু'ভাই, দু'বোন। ও আমাদের ছোট বোন।"

এদিকে খবর পেয়ে মানিকচক থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ঘটনান্তরে তদন্ত শুরু করেছে।

প্রসঙ্গত, নিজের দল ঘোষণা করে হুমায়ুন কবীর জানিয়েছেন, তিনি লড়বেন রেজিনগর ও বেলডাঙা থেকে। আরেক হুমায়ুন কবীর, যিনি পেশায় ডাক্তার, তিনি রানিনগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে লড়তে চলেছেন। এখানে বলে রাখা ভাল, ২০১৬ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই চিকিৎসককে তৃণমূলের প্রার্থী করেছিলেন। যদিও তিনি হেরে যান। অন্যদিকে, কলকাতার বালিগঞ্জ বিধানসভা, যেখানে উপনির্বাচনে বাবুল সুপ্রিয় তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হয়েছিলেন, সেই কেন্দ্র থেকে জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতীকে লড়াই করবেন নিশা চট্টোপাধ্যায়।

আর একজন হুমায়ুন কবীর লড়বেন ভগবানগোলায়। পেশায় তিনি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। অন্যদিকে, মুর্শিদাবাদ ৬৪ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে লড়বেন মনীষা পান্ডে। অর্থাৎ, যা দাঁড়াল, তা হল চার চারটি আসনে লড়ছেন ভিন্ন ভিন্ন হুমায়ুন। দু'টিতে একা দলনেতা হুমায়ুন কবীর। বাকি দুটিতে আরও দুই।

সম্পাদকীয়

ট্যাংরায় অভিযানে গিয়ে 'আক্রান্ত' আইনরক্ষকরা

চোর ধরতে গিয়ে 'আক্রান্ত' পুলিশ। একের পর এক চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে আজ সোমবার ট্যাংরায় হানা দেয় বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ। সেই সময় অতর্কিতেই পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টি শুরু হয় বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, পুলিশকর্মীদের উপরেও হামলার ঘটনা ঘটে বলেও দাবি।কে বা কারা এই হামলা চালালো তা এখনও স্পষ্ট নয়। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। দোষীদের খোঁজ চালানো হচ্ছে। অন্যদিকে অভিযুক্তদের আড়াল করতেই এই হামলার ঘটনা কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। তবে এই ঘটনা তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।ঘটনায় ছয়জন পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন বলে খবর। আহতরা সবাই বিধাননগর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তবে দু'জনের অবস্থা গুরুতর বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর।

বিধাননগর দক্ষিণ থানা এলাকায় একের পর এক বাড়িতে চুরির ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ। তদন্তের সূত্রেই এদিন ট্যাংরা কলোনি এলাকায় বিশেষ অভিযানে যান পুলিশ আধিকারিকরা। সেই সময় কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই এই হামলার ঘটনা ঘটে বলে দাবি আহতদের। শুধু তাই নয়, একেবারে লাঠি, রড হাতে পুলিশের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে বলেও জানা গিয়েছে। ভাঙচুর চালানো হয় পুলিশের গাড়িতেও। আহত হন গাড়িতে থাকা ছয় পুলিশকর্মী। দ্রুত তাঁরা এলাকা ছাড়েন। পরে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(প্রথম পর্ব)

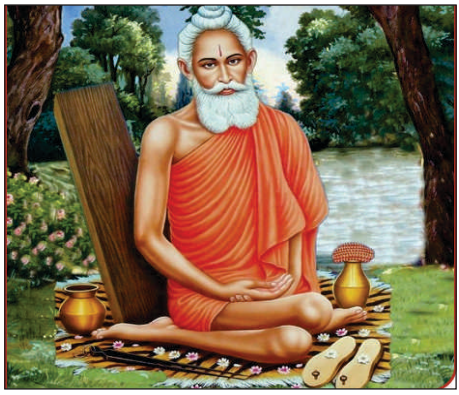

সরস্বতী পূজা দিনে,স্কুল থেকে অফিস, পাড়া থেকে ক্লাব সর্বত্রই চলে বাগদেবীর আরাধনা। ধী, জ্ঞান লাভের আশায় সকলেই নিষ্ঠাভরে অঞ্জলি দিয়েছেন। কিন্তু সরস্বতী আসলে কে? জানেন কি?আমি একজন অতি সাধারন মানুষ, আমরা সবাই সরস্বতী মায়ের আরাধনা ব্যস্ত! কিন্তু কেন? আসলে সরস্বতী কে? আমরা সবাই বিদ্যাদেবী

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

ময়মনসিংহের হিন্দু যুবকের প্রাণের মূল্য ২৫ হাজার টাকা, ঘোষণা ইউনূস সরকারের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ময়মনসিংহ: ঘরে-বাইরে নিন্দার মুখে পড়ে অবশেষে জেগে উঠল মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার। সোমবার (২২ ডিসেম্বর) ময়মনসিংহের ভালুকায় ইসলামি জঙ্গিদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হওয়া হিন্দু যুবক তথা পোশাক কারখানার কর্মী দীপু চন্দ্র দাসের বাড়িতে হাজির হলেন জেলা প্রশাসক সাইফুর রহমান।সমালোচনার ঝড় সামলাতে এদিন সকালে তারাকান্দার মোকামিয়া কান্দা গ্রামে দীপু দাসের বাড়ি যান ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসক সাইফুর রহমান। তার সঙ্গে ছিলেন তারাকান্দা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আমিনুল ইসলামসহ জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে নগদ ২৫ হাজার টাকা, শীত বস্ত্র, শুকনো খাবার ও একটি সেলাই মেশিন দীপুর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এমনকি দীপুর স্ত্রীকে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাসও দেওয়া হয়। পরে

এরপর ৬ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ইনি দুইটি দক্ষিণ হস্তে তরবারি এবং কর্ত্রি ধারণ করেন এবং দুইটি বাম হস্তে উৎপল ও কপাল ধারণ করেন। ইঁহার মস্তকে একটি ক্ষুদ্র অক্ষোভ্যমূর্তি বিরাজ করে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আসামের নামরূপে ইউরিয়া কারখানার ভূমি পূজার অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর, ২০২৫

(দ্বিতীয় পর্ব)

সার উত্তর-পূর্বে ভারতের ক্ষেতগুলিকে শক্তি যোগাত এবং কৃষকদের ফসলের ভরণপোষণ করত। দেশের অনেক জায়গায় সার সরবরাহ যখন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়, তখনও নামরূপ কৃষকদের জন্য আশার আলো ছিল। তবে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরানো কারখানার প্রযুক্তি পুরনো হয়ে যায় এবং কংগ্রেস সরকার কোনও মনোযোগ দেয়নি। ফলস্বরূপ, নামরূপ কারখানার অনেক ইউনিট বন্ধ হয়ে যায়। উত্তর-পূর্ব ভারতের কৃষকরা দুর্ভোগ পোহাতে থাকে, এবং সারা দেশের কৃষকরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাঁদের আয় ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কৃষিকাজে অসুবিধা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কংগ্রেস দল এই সমস্যার কোনও সমাধান খুঁজে পায়নি, নিজেদের জগতে ব্যস্ত থাকে। আজ, আমাদের ডাবল-ইঞ্জিন সরকার কংগ্রেসের তৈরি সমস্যাগুলি সমাধান করছে।

বন্ধুগণ,

আসামের মতো, দেশের অন্যান্য রাজ্যেও অনেক সার কারখানা বন্ধ ছিল। তখন কৃষকদের অবস্থা কেমন ছিল মনে আছে? কৃষকদের ইউরিয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। ইউরিয়ার দোকানগুলিতে পুলিশ মোতায়েন করতে হয়েছিল। পুলিশ কৃষকদের উপর লাঠিচার্জ করবে।

ভাই ও বোনেরা,

কংগ্রেস যে পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়েছিল, তার উন্নতির জন্য আমাদের সরকার অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। এবং তারা এত ক্ষতি করেছে, এত ক্ষতি করেছে যে, ১১ বছরের কঠোর পরিশ্রমের পরেও আমার এখনও অনেক কিছু করার আছে। কংগ্রেসের শাসনকালে সার কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তবে, আমাদের সরকার গোরক্ষপুর, সিন্দ্রি, বারাউনি এবং রামগুন্ডামের মতো অসংখ্য কারখানা চালু করেছে। এক্ষেত্রে বেসরকারি ক্ষেত্রগুলিকেও উৎসাহিত করা হচ্ছে। ফলস্বরূপ, আমরা এখন অদূর ভবিষ্যতে ইউরিয়ায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার দিকে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাচ্ছি।

বন্ধুগণ,

২০১৪ সালে, দেশ মাত্র ২২৫ লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া উৎপাদন করেছিল। তোমাদের কি সংখ্যাটা মনে আছে? তোমাদের কি সংখ্যাটা মনে আছে? ১০-১১ বছর আগে, যখন উৎপাদন ছিল ২২.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন। এই সংখ্যাটা মনে আছে। গত ১০-১১ বছরের কঠোর পরিশ্রমে, আমরা উৎপাদন প্রায় ৩০.৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন বৃদ্ধি করেছি। কিন্তু আমরা এখানেই থামতে পারি না, কারণ এখনও অনেক কিছু করার বাকি। সেই সময়ে তাদের যে কাজ করার কথা ছিল, তারা তা করেনি, আর সেই কারণেই আমাকে একটু অতিরিক্ত কাজ করতে হচ্ছে। বর্তমানে, আমাদের প্রতি বছর প্রায় ৩৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন ইউরিয়ার প্রয়োজন। আমরা ৩০.৬ মিলিয়নে পৌঁছেছি, আরও ৭-৮০ মিলিয়ন বাকি আছে। কিন্তু আমি আমার দেশবাসীকে আশ্বস্ত করছি যে আমরা যে কঠোর পরিশ্রম করছি, আমরা যে পরিকল্পনা করছি এবং আমার কৃষক ভাই-বোনেরা আমাদের যে আশীর্বাদ দিচ্ছেন, তাতে আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ব্যবধান পূরণ করতে কোনও কসরত করব না।

আর ভাই ও বোনেরা,

আমি আপনাদের আরও একটি কথা বলতে চাই: আমাদের সরকার আপনাদের স্বার্থের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। আমরা আমাদের কৃষকদের বিদেশ থেকে আমদানি করতে হওয়া ইউরিয়ার উচ্চ মূল্যের বোঝা বহন করতে দিই না। বিজেপি সরকার ভর্তুকি প্রদান করে সেই বোঝা নিজেই বহন করে। ভারতীয় কৃষকরা মাত্র ৩০০ টাকায় এক ব্যাগ ইউরিয়া পায়, কিন্তু সেই এক ব্যাগের জন্য ভারত সরকারকে অন্যান্য দেশগুলিকে প্রায় ৩,০০০ টাকা দিতে হয়, যেখান থেকে আমরা ব্যাগ আমদানি করি। এবার ভাবুন, আমরা ৩,০০০ টাকায় এটি কিনে ৩০০ টাকায় বিক্রি করি। আমরা দেশের কৃষকদের উপর এই পুরো বোঝা চাপাতে দেই না। সরকার নিজেই এই পুরো বোঝা বহন করে যাতে আমার দেশের কৃষক ভাই-বোনেরা কোনও বোঝার মুখোমুখি না হন। কিন্তু আমি আমার কৃষক ভাই-বোনেদেরও বলতে চাই যে আপনাদেরও আমাকে সাহায্য করতে হবে, এবং এটা শুধু আমার সাহায্য নয়, আমার কৃষক ভাই-বোনেরা, এটা আপনাদেরও সাহায্য, এবং এটাই পৃথিবী মাতাকে বাঁচাচ্ছে। আমরা যদি পৃথিবী মাতাকে রক্ষা না করি, তাহলে আমরা যত ব্যাগ ইউরিয়া ছুঁড়ে ফেলি না কেন, তিনি আমাদের কিছুই দেবেন না। ঠিক যেমন আমরা অসুস্থ হলে, আমাদের নির্ধারিত পদ্ধতিতে ওষুধ খেতে হবে। আমরা যদি দুটি ট্যাবলেট খাই, কিন্তু চারটি ট্যাবলেট খাই, তাহলে তা কোনও উপকারে আসে না, বরং শরীরের ক্ষতি করে। একইভাবে, যদি আমরা পৃথিবী মাতাকে বলতে থাকি, "আমার প্রতিবেশী প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ব্যাগ ছুঁড়ে মারে, তাই আমারও তার দিকে ব্যাগ ছুঁড়ে মারতে হবে।" যদি আমরা এভাবে চলতে থাকি, তাহলে পৃথিবী মাতা আমাদের উপর রাগ করবে। পৃথিবী মাতাকে ইউরিয়া খাওয়ানোর মাধ্যমে তাকে হত্যা করার আমাদের কোন অধিকার নেই। তিনি আমাদের মা; আমাদের সেই মাকেও বাঁচাতে হবে।

বন্ধুগণ,

আজ, বিজেপি সরকার বীজ

ক্রমশঃ

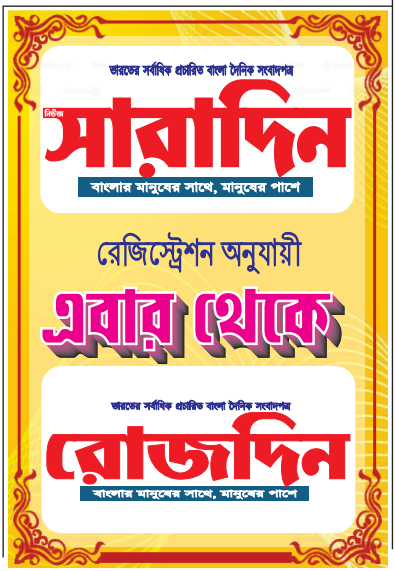

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান, সাংসদের উদ্যোগে ঝাড়গ্রামে চালু আদিবাসী ছাত্রীনিবাস

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

দীর্ঘদিনের দুরবস্থার অবসান ঘটল আদিবাসী ছাত্রীদের আবাসনের ক্ষেত্রে। ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়ি এস.সি. উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নির্মিত হল নতুন আদিবাসী ছাত্রীনিবাস। সোমবার তিন কামরা ও ৪৫ শয্যা বিশিষ্ট একতলা ওই ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ঝাড়গ্রাম লোকসভার সাংসদ কালীপদ সোরেন। দীর্ঘদিন ধরে সাঁওতালি মাধ্যমে পড়ুয়া ছাত্রীরা টিনের চালের মাটির ঘরে বাস করতে বাধ্য ছিলেন। বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও দুর্বিষহ হয়ে উঠত। অনেককেই দূরদূরান্ত থেকে সাইকেল কিংবা বাসে যাতায়াত করতে হতো। এই দুরবস্থার প্রতিবাদে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা দীর্ঘদিন ধরে নতুন হোস্টিলের দাবিতে একাধিকবার বিক্ষোভ ও আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। অবশেষে সেই দাবি পূরণ হওয়ায় নতুন ছাত্রীনিবাস নির্মাণকে ঘিরে পড়ুয়াদের মধ্যে খুশির আমেজ দেখা যায়। সমাজমাধ্যমে ছাত্রীদের দুরবস্থার ছবি ও খবর ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি সাংসদের নজরে আসে। সাংসদ হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম উদ্যোগগুলির মধ্যেই তিনি ছাত্রীনিবাস নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। চলতি বছরের ১ মার্চ স্কুলের খেলার মাঠ সংলগ্ন সিধু-কানু চত্বরে ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। সাংসদ তহবিল থেকে বরাদ্দ হয় ৫০ লক্ষ টাকা। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই নির্মাণ সম্পন্ন হয় ভবনটির। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাংসদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বেলপাহাড়ির বিডিও সুমন ঘোষ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিকাশ সিং সর্দার, ভারত জাকাত সান্তাড় পোঁঠুয়া গাঁওতার জেলা সহ-সম্পাদক সরগ হেমব্রম, পশ্চিমবঙ্গ সাঁওতালি শিক্ষা অধিকার রক্ষা মঞ্চের ঝাড়গ্রাম জেলা আহ্বায়ক সিরজন হাঁসদা-সহ অন্যান্য প্রশাসনিক ও সমাজকর্মী প্রতিনিধিরা। নতুন ছাত্রীনিবাস চালু হলে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে ৪৫ জন আদিবাসী ছাত্রী সেখানে নিরাপদ ও স্থায়ী আবাসের সুযোগ পাবে। প্রধান শিক্ষক সোমনাথ দ্বিবেদী বলেন, “সাংসদের দ্রুত ও কার্যকর উদ্যোগে বছরের পর বছর ঝুলে থাকা সমস্যার স্থায়ী সমাধান হল।” পশ্চিমবঙ্গ সাঁওতালি শিক্ষা অধিকার রক্ষা মঞ্চের ঝাড়গ্রাম জেলা আহ্বায়ক সিরজন হাঁসদা বলেন, “মঞ্চের পক্ষ থেকে আমরা সাংসদকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও জোহার জানাই। তাঁর উদ্যোগেই আদিবাসী ছাত্রীরা আজ স্থায়ী ছাত্রীনিবাস পেল।”

(৪ পাতার পর)

ময়মনসিংহের হিন্দু যুবকের প্রাণের মূল্য ২৫ হাজার টাকা, ঘোষণা ইউনূস সরকারের

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জেলা প্রশাসক সাইফুর রহমান বলেন, 'নিহতের পরিবারকে সমবেদনা জানাতে তাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। সহযোগিতাসহ সবসময় তাদের পাশে থাকার কথা জানিয়েছি। নিহত যুবকের পরিবারের নিরাপত্তায় তার বাড়িতে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে।'নিহতের পরিবারের হাতে ২৫ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য হিসাবে তুলে দেন। সেই সঙ্গে দীপুর স্ত্রীকে চাকরির আশ্বাসও দিয়েছেন। যদিও মাত্র ২৫ হাজার টাকা সাহায্য করার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন নেটা নাগরিকরা। অনেকেই ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে লিখেছেন, 'ভিক্ষা দিলেন নাকি? একজন হিন্দু যুবকের প্রাণের দাম মাত্র ২৫ হাজার?'

গত বৃহস্পতিবার রাতে সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে হিযবুত তাহরীর জঙ্গি তথা ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই দেশ জুড়ে বেনজির তাণ্ডব শুরু করে ইসলামি জঙ্গিরা। ময়মনসিংহের ভালুকায় ধর্ম অবমাননার মিথ্যা অভিযোগ তুলে পিটিয়ে মারা হয় স্থানীয় এক পোশাক কারখানার কর্মী তথা হিন্দু যুবক দীপু চন্দ্র দাসকে। শুধু খুন করেই ক্ষান্ত হয়নি জঙ্গিরা। দীপুর লাশ গাছে বেঁধে ফের পিটিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। গোটা বিশ্ব ওই ঘটনা শুনে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। যদিও ইউনূসের তরফে ওই নৃশংস ঘটনার বিন্দুমাত্র নিন্দা করা হয়নি। উল্টে ইসলামি জঙ্গি তথা খুনিদের পাশে দাঁড়িয়ে ইউনূসের বিদেশ উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেছেন, 'এমন ঘটনা আকছার ঘটে।' তার ওই কাণ্ডজ্ঞানহীন মন্তব্য নিয়ে নিন্দার ঝড় বয়ে যায়।

বৃহস্পতিবার রাতে জঙ্গি হাদির মৃত্যুর খবর পেয়েই তড়িঘড়ি জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছিলেন মোল্লা ইউনূস। ওই ভাষণে জঙ্গি হাদির পরিবারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকারের বলে ঘোষণা করেছিলেন। অথচ দীপু দাসকে নিয়ে টুঁ শব্দ করেননি। ফলে ঘরে-বাইরে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। দীপু দাস ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম। তাঁকে হারিয়ে অথৈ জলে পড়েছে হতদরিদ্র পরিবারটি। প্রতিদিনই বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের পক্ষ থেকে তাদের খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। আর্থিক সহায়তাসহ দেওয়া হচ্ছে নানা আশ্বাস।

সিনেমার খবর

‘রিস্ক না নিলে দেব-জিৎ তৈরি হতো না’

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দুই দশকের অভিনয় ক্যারিয়ার টলিউড সুপারস্টার দেবের। এখনো সাফল্যের পেছনে নিরন্তর ছুটে চলেছেন তিনি। বড়সড় স্বপ্ন দেখেন বাংলা সিনেমাকে নিয়ে। মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে দেব অভিনীত ‘প্রজাপতি ২’, যেটি বড়দিনে মুক্তি পাবে।

সম্প্রতি নতুন ছবি মুক্তি উপলক্ষে কথা বলেন ভারতীয় একটি গণমাধ্যমে। সেখানে জানতে চাওয়া হয়, কেন টলিউডে দেবের বিকল্প তৈরি হচ্ছে না? নতুন মুখই বা কেন উঠে আসছে না?

এ ব্যাপারে দেব বলেন, দর্শক কাকে ভালোবাসবেন, কাকে গ্রহণ করবেন না—সেটা তাদের ওপর। আমাকে তো ‘দেব’-কেও বাঁচাতে হবে। কাজ করা তো বন্ধ করে দিতে পারব না। নিজের প্যাটার্ন অব ওয়ার্কটাকে বারবার ভাঙছি শুধু সেই কারণেই। এটুকুই আমার হাতে আছে। আমি খুব অল্পতেই বোর হয়ে যাই। সেজন্যই ‘প্রজাপতি ২’ আমি এতটা দেরি করে করলাম। মাঝে ‘খাদান’-এর মতো ভিন্ন স্বাদের ছবি করেছি। মানুষ ভাবতে শুরু করেছিলেন, ক্রিসমাস আসছে মানেই দেব কাঁপাবে। কিন্তু দেব যে নাচাবে, সেটা তারা ভুলে গিয়েছিলেন। আমি নিজেও ভুলতে

বসেছিলাম। নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছিলাম। তারপরে রিস্কটা নিয়েই ফেললাম। ‘খাদান’ হলো। আমি প্রমাণ করলাম, এখনো আছি।

রিস্ক নেওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সিনেমার ব্যাপারে আমি কোনো কার্পণ্য করি না। ‘প্রজাপতি’ হিট হওয়ার পরে সেই টাকা আমরা ঘরে নিয়ে যাইনি। আরও বড় ক্যানভাসে ‘প্রজাপতি ২’ করার কথা ভেবেছি। তাই আজ প্রজাপতি বিদেশে উড়ছে। একটা জায়গায় এখনো আমরা পিছিয়ে। দিন দিন আমরা বোধহয় ভিতু হয়ে যাচ্ছি। আমরা সেফ খেলছি। সেই কারণেই বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে লিমিটেশন চলে আসছে। একদিন যদি কেউ রিস্ক না নিতেন তাহলে তো আমার মতো হিরো তৈরি হতো না। জিৎ তৈরি হতো না। সত্যি কথা বলতে, আমার কাছে এমন স্ক্রিপ্ট আসছে না যেখানে আমি নতুন হিরো লঞ্চ করতে পারি। হিরোইনদের ক্ষেত্রে তো তবু কিছুটা সুযোগ করে দেওয়ার চেষ্টা করছি।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালে মুক্তি পেয়েছিল ‘প্রজাপতি’ ছবিটি। এতে বাবা-ছেলের চরিত্রে মিঠুন চক্রবর্তী ও দেবের অভিনয় দর্শকের নজর কাড়ে। পাশাপাশি বক্স অফিসেও দারুণ সফলতা পায় ছবিটি। এরপর থেকেই আবেদন ছিল এই জুটিকে ফের পর্দায় দেখার। দর্শকদের আবেদন মেনেই এই বছরের বড়দিনে মুক্তি পেতে চলেছে ‘প্রজাপতি ২’। অভিজিৎ সেনের পরিচালনায় এতে আরও অভিনয় করেছেন ইধিকা পাল, অপরাজিতা আঢ্য, কাঞ্চন মল্লিক, খরাজ মুখোপাধ্যায়, অনির্বাণ চক্রবর্তী এবং ছোট্ট অনুমেঘা।

‘আমাকে দিয়ে অভিনয় হয় না, আমি কাঁদলে আপনারা হাসেন’

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দীর্ঘ ক্যারিয়ারে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন বলিউড অভিনেতা সালমান খান। অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শক হাসানোর পাশাপাশি অনেক দৃশ্যে অশ্রুসিক্তও করেছেন। সেই তিনিই কি না এবার নিজের অভিনয় দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন!

সম্প্রতি রেড সি ফিল্ম ফেস্টিভাল ২০২৫-এ যোগ দেন অভিনেতা। সেখানেই মঞ্চে এক প্রশ্নোত্তর পর্বে করা তার মন্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

নিজের অভিনয় প্রতিভা প্রসঙ্গে সলমান অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে দাবি করেন যে তিনি খুব ভালো অভিনেতা নন। তার কথায়, এই প্রজন্ম থেকেও অভিনয় বিষয়টা এখন উধাও হয়ে গিয়েছে। তাই আমার মনে হয় না যে আমি খুব দারুণ কোনো অভিনেতা। আপনারা আমাকে অন্য কিছু করতে দেখতে পারেন, কিন্তু

অভিনয় করতে দেখতে পারবেন না। আমার দ্বারা সেটা হয়ই না। আমার যেমন অনুভূতি হয়, আমি সেভাবেই করি। এটুকুই।

উপস্থাপক যখন শ্রোতাদের কাছে সলমানের এই মূল্যায়ন সঠিক কি না জানতে চান, তখন ভক্তরা একবাক্যে তার দাবি খারিজ করে দেন। এরপরই কৌতুক করে সুপারস্টার আরও যোগ করেন, মাঝে মাঝে আমি যখন কাঁদি, আমার মনে হয় আপনারা আমাকে দেখে হাসেন।

তবে ভক্তরা তৎক্ষণাৎ তার মন্তব্য খণ্ডন করে বলেন, না, আমরা আপনার সঙ্গে কাঁদি। দর্শকদের এমন হৃদয়স্পর্শী প্রতিক্রিয়া দেখে সালমান খানের মুখে এক বিস্তৃত হাসি দেখা যায়।

এই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই ভক্তরা ভালোবাসা এবং প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন মন্তব্য বিভাগে। একজন লিখেছেন, আপনি সেরা অভিনেতা। আরেকজন বলেন, আমি হলফ করে বলতে পারি, তিনি যখন কাঁদেন, আপনারও তার সঙ্গে কান্না আসে। তৃতীয় একজন লিখেছেন, আপনিই একমাত্র অভিনেতা যিনি আমাদের আপনার সঙ্গে এত জোরে কাঁদাতে পারেন।

প্রসঙ্গত, আগামীতে সালমানকে দেখা যাবে অপূর্ব লাখিয়া পরিচালিত ‘ব্যাটল অব গালওয়ান’ ছবিতে। এতে এক সেনা কর্মকর্তার চরিত্রে অভিনয় করবেন তিনি। একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন চিত্রাঙ্গদা সিং। ছবিটি আগামী বছর মুক্তির সম্ভাবনা রয়েছে।

জয়া বচ্চনকে হুমার ‘খোঁচা’

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বর্ষীয়ান বলিউড অভিনেত্রী ‘জয়া বচ্চন বনাম পাপারাজ্জি’ বিতর্কে সরব বলিপাড়া। ফটোশিকারিদের নিয়ে প্রবীণ এই অভিনেত্রীর মন্তব্য নিয়ে দ্বিমত প্রকাশ করেছেন অনেকেই। এবার সে তালিকায় নাম লেখালেন নতুন প্রজন্মের অভিনেত্রী হুমা কুরেশি।

সম্প্রতি ইন্ডিয়া টুডেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হুমা বলেন, আমার মনে হয় না পাপারাজ্জিদের নিয়ে এই ধরনের মন্তব্য একেবারেই ঠিক। কারণ, আমরাই বহু সময় নিজেদের প্রচারের জন্য তাদের ব্যবহার করি। তারকাদের সঙ্গে পাপারাজ্জিদের সম্পর্কটা সূক্ষ্ম এক সুতোয় বাঁধা। এটা একতরফা নয়।

তার মতে, পাপারাজ্জিরা তারকাদের ক্যারিয়ারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তিনি বলেন, অনেকসময় তারকারাই আলাদাভাবে পাপারাজ্জিদের ডাকেন নিজেদের প্রচারের জন্য। তাই আমি একেবারেই তাদের অপরাধী বলতে চাই না।

তবে একই সঙ্গে পাপারাজ্জিদের নেতিবাচক দিকও স্বীকার করেন হুমা। তার কথায়, কিছু ক্ষেত্রে তারা সীমা ছাড়িয়ে যান। ব্যক্তিগত মুহূর্তে অনধিকার প্রবেশ করেন এবং এমন অ্যাঙ্গেলে ছবি তোলেন যা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। একজন অভিনেত্রী হিসেবে আমাকে এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি বহুবার হতে হয়েছে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি ‘উই দ্য ওম্যান’ শীর্ষক এক আলাপচারিতায় পাপারাজ্জিদের সম্পর্কে বেশ কিছু নেতিবাচক মন্তব্য করেন জয়া, যা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, ঐতিহ্যবাহী মিডিয়ার প্রতি তার দারুণ শ্রদ্ধা থাকলেও, পাপারাজ্জিদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ‘শূন্য’।

তার কথায়, এরা (পাপারাজ্জি) কারা? এদের কি দেশের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কোনো প্রশিক্ষণ আছে? আপনি এদের মিডিয়া বলেন? আমি মিডিয়া থেকে এসেছি, আমার বাবা সাংবাদিক ছিলেন। আমি এমন মানুষদের প্রতি বিপুল সম্মান রাখি। তিনি পাপারাজ্জিদের পেশাদারত্ব ও প্রশিক্ষণের অভাব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এমনকি তাদের পোশাক নিয়েও ‘আপত্তিকর’ মন্তব্য জুড়ে দেন।

জয়ার এমন মন্তব্যের বিরোধিতা করে কিছুদিন আগে আরেক বর্ষীয়ান অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহা বলেন, পাপারাজ্জিরা খুবই সুন্দরভাবে পোশাক পরেন। জয়া বচ্চন বলেছেন যে, তারা নাকি খারাপ পোশাক পরেন বা টাইট প্যান্ট পরেন। তবে আমার মনে হয় তারা খুব ভালোভাবে সজ্জিত এবং পরিচ্ছন্ন থাকেন। পাশাপাশি নিজেদের কাজ খুব নিষ্ঠার সঙ্গে করেন।

‘মেসি-রোনালদো বিশ্বের প্রতিটি ফুটবলারের জন্য অনুপ্রেরণা’

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

লিওনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর দীর্ঘ ক্যারিয়ারকে নিজের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে দেখছেন ম্যানচেস্টার সিটির তারকা স্ট্রাইকার আর্লিং হলান্ড।

৪০ বছর বয়সেও মাঠে থাকা রোনালদো অক্টোবরে ক্যারিয়ারে ৯৫০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেন। ৩৮ বছর বয়সি মেসি চলতি মাসেই ইন্টার মায়ামিকে প্রথমবারের মতো মেজর লিগ সকার (এমএলএস) কাপ জিতিয়েছেন।

রোনালদো ও মেসির অনুপ্রেরণা নিয়ে টিএনটি ব্রাজিলকে হলান্ড বলেন, ‘বিশ্বের প্রতিটি ফুটবলারের জন্যই রোনালদো ও মেসি উদাহরণ। কীভাবে, কোন পথে গেলে ১৫ বছর ধরে বিশ্বের সেরা লিগগুলোতে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পারফর্ম করা যায়- তারা সেটা দেখিয়ে দিয়েছেন।’

রোনালদোর ফিটনেসের প্রশংসা করে হলান্ড বলেন, ‘রোনালদো যেভাবে নিজের শরীরের যত্ন নেয়, সেটা অবিশ্বাস্য। ৪০ বছর বয়সেও খেলছে- এটা সহজ নয়।’

হলান্ডের অসাধারণ নৈপুণ্যে ২৮ বছর পর বিশ্বকাপের মূলপর্বে উঠেছে নরওয়ে। ইউরোপীয় বাছাইপর্বে ইতালিসহ গ্রুপের সব মিলিয়ে টানা ৮ ম্যাচ জিতে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করে তারা। বাছাইপর্বে ১৬ গোল করে রেকর্ড গড়েছেন হলান্ড। এর আগে ২০১৮ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ১০ ম্যাচে ১৬ গোল করেছিলেন পোল্যান্ডের রবার্ট লেভানডফস্কি।

আগামী বিশ্বকাপে খেলার অনুভূতি নিয়ে হলান্ড বলেন,‘নরওয়ের সঙ্গে বিশ্বকাপে খেলার অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি। এবার সেটা হতে যাচ্ছে- এটা সত্যিই বিশেষ।’ বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বে ফ্রান্স ও সেনেগালের মুখোমুখি হবে নরওয়ে। আন্তঃমহাদেশীয় প্লে-অফ থেকে নির্ধারিত হবে আরেক প্রতিপক্ষ।

অবসর নিতে পারেন ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার অস্কার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার অস্কার পেশাদার ফুটবল থেকে অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন বলে জানা গেছে। সাও পাওলোর হয়ে অনুশীলনের সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ার পর তার হৃদযন্ত্রসংক্রান্ত একটি সমস্যার কারণে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিবেন।

গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, সাও পাওলোর ট্রেনিং গ্রাউন্ডে একটি ইন্টারভাল টেস্টের সময় এক্সারসাইজ বাইক ব্যবহার করছিলেন অস্কার। এ সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাকে আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। পরে পরীক্ষায় জানা যায়, তিনি ‘ভ্যাসোভ্যাগাল সিনকোপে’ আক্রান্ত হয়েছেন, এটি এমন একটি অবস্থা, যেখানে হঠাৎ হৃদস্পন্দন ও রক্তচাপ কমে গিয়ে অজ্ঞান হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়।

৩৪ বছর বয়সী এই খেলোয়াড় ইতিমধ্যে সাও পাওলো, চেলসি এবং চীনা ক্লাবে দীর্ঘ সময় খেলে ক্যারিয়ারের সফলতা অর্জন করেছেন। চেলসিতে খেলাকালীন তিনি ২০৩ ম্যাচে ৩৮ গোল করেছেন এবং দুইটি প্রিমিয়ার লিগ, একটি ইউরোপা লিগ ও একটি লিগ কাপ জিতেছেন। জাতীয় দলের জার্সিতে ৪৮ ম্যাচে ১২ গোল করেছেন এবং কোপা আমেরিকা ও ফিফা কনফেডারেশনস কাপ জয়ও রয়েছে।

অস্কার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভক্তদের আশ্বস্ত করে লিখেছেন, ‘সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে, ঈশ্বর চাইলে।’ কয়েক দিনের মধ্যে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে অবসরের ঘোষণা দিতে পারেন।

রেসলিংকে বিদায় জানালেন জন সিনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ডব্লিউডব্লিউই রিংয়ে শেষবারের মতো নামছেন জন সিনা। কিংবদন্তি এই রেসলারের বিদায়ী ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে শনিবার রাতে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির ক্যাপিটাল ওয়ান অ্যারেনায় আয়োজিত WWE Saturday Night’s Main Event–এ।

এই ম্যাচ দিয়েই রেসলিং অঙ্গনে বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের ইতি টানছেন সিনা।

সিনার শেষ ম্যাচের প্রতিপক্ষ হিসেবে থাকছেন ‘দ্য লাস্ট টাইম ইজ নাউ’ টুর্নামেন্টের বিজয়ী গুন্থার। আয়োজকদের মতে, সিনার বিদায়ী লড়াই ঘিরে দর্শকদের আগ্রহ তুঙ্গে। এরই মধ্যে প্রায় সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে এবং অনুষ্ঠানটি হাউসফুল হওয়ার পথে।

আয়োজকেরা জানিয়েছে, সিনার শেষ ম্যাচে কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা রাখা হয়নি, যাতে তিনি নিজের মতো করে ম্যাচটি শেষ করতে পারেন। সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে জন সিনা নিজেই নিশ্চিত করেছেন। তার এই ম্যাচটিই হবে অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ, অর্থাৎ মেইন ইভেন্ট।

সব মিলিয়ে, ডব্লিউডব্লিউই ইতিহাসের অন্যতম আলোচিত বিদায়ী ম্যাচ ঘিরে এখন অপেক্ষায় ভক্তরা।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR